সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৪
WEEKLY BOOKLET:214

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত "গীবত কি তাবাহকারীয়াঁ"
কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

ভন্ড বাবা ও পারিবারিক ঝগড়া

আলিমের ভুল ধরা সম্পর্কে আলা হযরতের বাণী

যেই বাবা টাকা দাবী করেনা সে কিভাবে ভন্ড হতে পারে?

যদি ঘরে সুঁইবিশিষ্ট পুতুল পাওয়া যায় তবে!

শরয়ী প্রমাণ কাকে বলে?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই বিষয়বস্তু "গীবত কি তাবাকারিয়াঁ" এর ২১৫ থেকে ২৩০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

ভন্ড বাবা ও পারিবারিক ঝগড়া

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "ভন্ড বাবা ও পারিবারিক ঝগড়া" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়ায় শাহাদত দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন কোন মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করো। (ফদলুস সালাত আলান নবী লিল কাযী আল জাহদামী, ৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবতকারীকে ইশারায় নয়, মুখেই বাধা দিন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার সারাংশ হলো:

যেখানে গীবত চলছে আর তা (ভদ্রতার জন্য নয় বরং) ভয়ের কারণে মুখে বারণ করতে পারছেনা, তবে অন্তরে মন্দ জানবে তখন তার গুনাহ হবে না, যদি সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়া যায় বা কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যায় তবে এরূপ না করলে গুনাহগার হবে, যদি মুখে বলেও দেয় যে, "চুপ হয়ে যাও" কিন্তু মন থেকে শুনতে চায়, তবে তা হলো মুনাফেকী আর যতক্ষণ পর্যন্ত মন থেকে মন্দ জানবে না গুনাহ থেকে মুক্ত হবেনা, শুধু হাত বা নিজের ভ্রু বা কপালের ইশারায় চুপ করানো যথেষ্ট হবেনা, কেননা এটা হলো অলসতা এবং গীবতের মতো গুনাহকে নগন্য মনে করার নিদর্শন, (যদি বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা না থাকে তবে) গীবতকারীকে কঠোর ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বাঁধা দিবে। (ইহইয়াউল উলূম, ৩/১৮০) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির সামনে কোন মুসলমানকে অপমান করা হচ্ছে আর সামর্থ্য (থাকা) সত্তেও তাকে সাহায্য করে না, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে তাকে অপমানিত করবেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৪১২, হাদীস ১৫৯৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাধারণ লোক যেনো ওলামাদের ভুল না খুঁজে

হে আশিকানে রাসূল! গীবত থেকে বাধা প্রদানকারীর এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, সে যেনো গুনাহপূর্ণ গীবত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাছাড়া বাধা দেয়ার সময় নিজের কথার গুরুত্ব সম্পর্কেও দৃষ্টি রাখা জরুরী, এমন যেনো না হয় যে, আপনি কাউকে নিষেধ করলেন আর তাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি হয়ে গেলো, এই বিষয়টিও মনে রাখবেন যে, অনেক সময় বিশেষকরে ওলামাদের কোন কথা প্রকাশ্যভাবে শ্রোতাদের নিকট গীবত মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গুনাহে ভরা গীবত নয়, কেননা গীবতের জায়িয পন্থাও বিদ্যমান রয়েছে, প্রবাদ রয়েছে: خَطائے بُزُرگان گرِفتَن خطا اَست অর্থাৎ “বুযুর্গদের সমালোচনা করা, তাঁদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা এটা একটা দোষ।” তাই ওলামায়ে কিরামের ভুল সাধারণ লোক যেনো না খুঁজে এবং তাঁদের জন্য অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ না করে। তবে হ্যাঁ, যদি আপনার গীবত সম্পর্কে জ্ঞান থাকে এবং সেই আলিম সাহেব বাস্তবেই স্পষ্ট গীবত করছে, তবে সেখান থেকে উঠে যান, সম্ভব হলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিন, যদি সরে যাওয়া বা কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া এবং কোন ভাবে গীবত শুনা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হয়, তবে মনে মনে মন্দ জেনে যথাসম্ভব অমনোযোগীতা প্রদর্শন করুন। যদি

www.dawateislami.net

"হ্যাঁ" তে মাথা নাড়ায় বা আগ্রহ এবং বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, সমর্থনে "আচ্ছা, জী, ওহো" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা হয় তবে গুনাহগার হবে।

আলিমের ভুল ধরা সম্পর্কে আলা হযরতের বাণী

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৭০৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: সাধারণ লোকের জন্য ওলামার প্রতি আপত্তি করার অধিকার নেই আর যারা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তাদের ব্যাপার আরো বেশি স্পর্শকাতর, সকল সাধারণ মুসলমানের জন্য হুকুম হলো যে, তার (অর্থাৎ ঐ সাধারণ মুসলমানেরও) প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য সত্তরটি (৭০) ভাল ও জায়িয দিক খুঁজে বের করা, (এসব সাধারণ লোকদের ব্যাপারেও কু-ধারণা করবেনা) ওলামা ও মাশায়িখ যাদের প্রতিও আপত্তি করার কোন অধিকার নেই! এমনকি দ্বীনি কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, যদি আসলেই নামাযের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আলিম উঠছে না, তবে মূর্খ ব্যক্তির এটা বলাও বেআদবী যে "নামায পড়তে চলুন", তাঁকে তার (অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি) জন্য পথ পথপ্রদর্শক বানানো হয়েছে, মূর্খকে আলিমের জন্য নয়। وَاللهُ اَعْلَمُ (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭০৮)

www.dawateislami.net

সুনো বে ফাহাশ কালামি না গীবত ওয় চুগলী
তেরি পসন্দ কি বা'তে ফকত সুনা ইয়া রব
করে না তঙ্গ খায়ালাতে বদ কভি করদেয়
শুউর ও ফিকর কো পাকিযগি আ'তা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাকে নিরাপত্তার দোয়া দিলে, তারই গীবত!!!

কাউকে সালাম করে জান ও মাল এবং সম্মান ও সম্ভ্রম ইত্যাদির নিরাপত্তার দোয়া দিলো অতঃপর সেখান থেকে সরতেই مَعَاذَالله তার সম্মান হরন অর্থাৎ গীবত করা শুরু করে দিলো, এটা কেমন অদ্ভূত ব্যপার! জ্বি হ্যাঁ, " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" এর অর্থ হলো: "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এর সাথে সালামের নিয়্যতও শুনে নিন, যেমনটি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশবিশেষের সারমর্ম হলো: "সালাম দেওয়ার সময় অন্তরে এ নিয়্যত থাকা যে, আমি যাকে সালাম দিচ্ছি, তার সম্পদ এবং সম্মান ও সম্ভ্রম সবকিছু আমার নিরাপত্তায় এবং আমি এর কোনটিতেই হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি।" (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮২) আরিফ বিল্লাহ! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু

www.dawateislami.net

তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাগণ সাক্ষাতকালে যখন সালাম করতেন, তখন এটাই নিয়্যত করতেন যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ, আমি আপনার গীবত ও সমালোচনা করবো না। (কুতুল কুলুব, ১/৩৪৮)

করোঁ কিসি কি ভি গীবত না মে কভি ইয়া রব
খোদায়ে পাক করম! আয পায়ে নবী ইয়া রব
মুআ'ফ করদে গুনাহ তু মেরে সভি ইয়া রব
তুফায়িলে হযরতে শেরে খোদা আ'লী ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মর্মান্তিক দূর্ঘটনা ঘটতে ঘটতেই রক্ষা পেলো

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন যাপন ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের

www.dawateislami.net

মাধ্যমে পুস্তিকা পূরণ করে তা প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস বানিয়ে নিন। সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকুন, না জানি অন্তর কবে বিগলিত হয়ে যায় এবং উভয় জগতের কল্যাণ নসীব হয়ে যায়। আপনাদের অনুপ্রেরণার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: ১৪২৫ হিজরীতে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার (সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফ) কয়েকদিন পর আমার (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) সাথে সাক্ষাত করা জন্য এক লোক পাঞ্জাব থেকে বাবুল মদীনা আসলো, তার বর্ণনার সারমর্ম কিছুটা এরূপ: "আমি একজন এসি কোসের ড্রাইভার, পেরেশানি সমূহ অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে, শয়তান আমাকে উন্মাদ বানিয়ে আমার এই মানসিকতা বানিয়ে দিয়েছে যে, দুনিয়ার সবাই মতলববাজ ও অকৃতজ্ঞ, আত্মহত্যা করাই আমার জন্য শ্রেয় কিন্তু একা নয়, অন্যান্যদেরকেও সাথে নিয়ে মরতে হবে। যাইহোক সে স্থির করলো যে, যাত্রী বোঝাই কোসকে দ্রুত গতিতে নিয়ে গিয়ে কোন গভীর খাদে ফেলে সকল যাত্রীসহ নিজেকে শেষ করে দিবো। এরইমধ্যে যাত্রী নিয়ে ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা,

www.dawateislami.net

মুলতান শরীফ) আসার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো যেনো তারই জন্যই আত্মহত্যার প্রতিকার নামক বয়ান হয়েছিলো, শুনে সে **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠলো, সে ভালভাবে বুঝে গেলো যে, আত্মহত্যায় প্রাণ বাঁচেনা বরং আরো ফেঁসে যেতে হয়। সে সত্য অন্তরে তাওবা করলো, তা বর্ণনা হলো যে, বয়ানকারীর নাম ঠিকানা মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করে এখন সে আপনার দোয়ার জন্য এসেছে। তার জন্য কল্যাণের দোয়া করা হলো, নিয়মিত নামায, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়্যত করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো।

আত্মহত্যা দ্বারা কি বিপদমুক্ত হওয়া যায়?

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বায়নাতে আত্তারীয়া'** দ্বিতীয় খন্ডের ৪০৪-৪০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আত্মহত্যাকারী সম্ভবত এরূপ মনে করে যে, আমরা মুক্তি পাবো! অথচ এতে মুক্তির পরিবর্তে **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টির ফলে আরো মারাত্মকভাবে ফেঁসে যায়। **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আত্মহত্যার আযাব সহ্য করা যাবে না।

www.dawateislami.net

আগুনের আযাব

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ঐ বস্তু দ্বারা আযাব দেয়া হবে। (বুখারী, ৪/২৮৯, হাদীস ৬৬৫২)

সেই হাতিয়ার দ্বারা আযাব

হযরত সাবিত বিন দাহহাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি লোহার হাতিয়ার দ্বারা আত্মহত্যা করলো, তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই হাতিয়ার দ্বারা আযাব দেয়া হবে।

(বুখারী, ১/৪৫৯, হাদীস ১৩৬৩)

গলায় ফাঁস লাগানোর আযাব

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের গলায় ফাঁস লাগালো, তবে সে জাহান্নামের আগুনে নিজের গলায় ফাঁস লাগাতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে বর্শা বিদ্ধ করলো, সে জাহান্নামের আগুনে নিজেকে বর্শাবিদ্ধ করতে থাকবে। (বুখারী, ১/৪৬০, হাদীস ১৩৬৫)

হে আশিকানে রাসূল! আত্মহত্যার প্রতিকার নামক বয়ান মাকতাবাতুল মদীনা হতে সংগ্রহ করুন এবং পরিবারের

www.dawateislami.net

সবাইকে শুনান আর বিশেষ করে পেরেশানগ্রস্থদেরকে শুনার জন্য দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বয়ানকে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন পরিমার্জন সহকারে **"আত্মহত্যার প্রতিকার"** নামক পুস্তিকা আকারেও প্রিন্ট করা হয়েছে। আপন প্রিয়জনদের ইছালে সাওয়াবের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনা থেকে অধিকহারে ক্রয় করে পেরেশানগ্রস্থ, দুঃখী ও রোগাক্রান্ত বরং সাধারণ মুসলমানের মাঝে বিতরণ করুন। যদি পাঠ করে কোন একজন মুসলমানও আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরে আসে তবে اِنْ شَآءَ الله আপনার তরীও পার হয়ে যাবে।

কবর মে শকল তেরী বিগড় জায়েগী পীপ মে লাশ তেরী লিথর জায়েগী
বাল ঝড় জায়েঙ্গে খাল উধার জায়েগী কীড়ে পর জায়েঙ্গে নাআশ সড় জায়েগী
মত গুনাহোঁ পে হো ভাই বে বাক তু ভুল মত ইয়ে হাকীকত কেহ হে খাক তু
থাম লে দামনে শাহে লাওলাক তু সাচ্ছি তাওবা সে হো জায়েগা পাক তু

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দিতেন

হযরত আব্দুল আযীয দুরাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন জানতে পারতেন যে, কেউ তাঁর গীবত করেছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

www.dawateislami.net

বুঝানোর জন্য তার ঘরে গমন করতেন আর বলতেন: হে ভাই! আপনার কি হয়ে গেছে যে, আপনি আব্দুল আযীযের গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন! (তামবিহুল মুগতাররিন, ১৯২ পৃষ্ঠা)

"গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন" এর ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা নিজেদের গীবতের কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে আস্তিন উঠিয়ে গীবতকারীদের উপর চড়াও হওয়ার পরিবর্তে যদি তাদের বাড়ি যেতে হয়, তবে তারা তাদের বাড়িতে গিয়েও তাদের নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং তাদের অন্তরে প্রভাবময় সৃষ্টিকারী বাক্য ইরশাদ করতেন। এই ঘটনাটিতে "গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন" বলে যে কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, যদি তাওবা এবং যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা না করিয়ে মারা যায়, তবে সে যার গীবত করেছে তাকে নিজের নেকী দিয়ে দিতে হবে, যদি নেকী না থাকে কিংবা কম হয় তবে তার গুনাহ নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিতে হবে! হায়! গীবতের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর, তাওবা! তাওবা! আমাদের কোটিবার তাওবা! প্রতিজ্ঞা করুন: গীবত করবোও না, শুনবোও না।

www.dawateislami.net

হে গীবত সে বাঁচনে কি নিয়্যত ইলাহী মে কায়িম রহোঁ কর ইআ'নত ইলাহী

রহমত ফিরে যায়

হযরত হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কোন মজলিশে এ তিনটি বিষয় হয়ে থাকে, তখন তাদের কাছ থেকে রহমত ফিরে যায়: (১) দুনিয়ার আলোচনা, (২) অতিরিক্ত হাসি এবং (৩) মানুষের গীবত করা। (তামবিহুল মুগতাররীন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

কবর আযাবের তিনটি অংশ

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমাদেরকে বলা হয়েছে: কবরের আযাবকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: এক-তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ চুগলির কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ প্রস্রাব (এর ছিটা থেকে নিজেকে না বাঁচানো) এর কারণে হয়ে থাকে।

(যম্মুল গীবতি লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৯২ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫২)

কুকুরের আকৃতিতে উঠানো হবে

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গীবতকারী, চুগলখোর এবং পূতঃপবিত্র লোকদের দোষ অন্বেষণকারীকে **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। (আত তাওবিখ ওয়াত তানবিয়া, ৯৭ পৃষ্ঠা, নম্বর ২২০। আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৩/৩২৫, হাদীস ১০)

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন, সকল মানুষ কবর থেকে মানুষের আকৃতি নিয়ে উঠবে, অতঃপর হাশরের ময়দানে পৌঁছে অনেকের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ পরিবর্তন হয়ে যাবে, যেমন; বিভিন্ন জীবজন্তুর মতো হয়ে যাবে।)

(মিরআত, ৬/৬৬০)

মাংসের ছোট্ট টুকরো

হে আশিকানে রাসূল! জিহবা যদিও দেখতে মাংসের একটি ছোট্ট টুকরো কিন্তু এটি **আল্লাহ পাকের** এক মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব তো সম্ভবত বোবারাই উপলব্ধি করতে পারে। জিহবার সঠিক ব্যবহার জান্নাতে প্রবেশ আর ভুল ব্যবহার জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। এই জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত এবং দরূদ ও সালাম পাঠকারী **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে জান্নাতে যাবে। এই জিহবা দ্বারা কোন মুসলমানকে গালি দেয় তাছাড়া গীবত, চুগলী ও অপবাদে লিপ্ত হয়ে দোযখের আযাবের অধিকারী হয়ে যায়। যদি কোন নিকৃষ্টতম কাফিরও অন্তরের সত্যয়ন সহকারে জিহ্বা দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করে, তবে কুফর ও শিরিকের সকল পঙ্খিলতা থেকে পবিত্র হয়ে

www.dawateislami.net

যায়, তার জিহবা থেকে নির্গত এই কলেমায়ে তৈয়্যবা তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের ময়লা আবর্জনাকে ধুয়ে দেয়। জিহবা দ্বারা আদায়কৃত এই পবিত্র কলেমার কারণে সে এমনিভাবে পবিত্র ও পরিছন্ন হয়ে যায়, যেমনিভাবে ঐদিন ছিলো যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। এই মহান মাদানী পরিবর্তন অন্তরের স্বীকৃতির পাশাপাশি জিহ্বা দ্বারা আদায়কৃত কলেমা শরীফের বদৌলতেই এসেছে।

প্রতিটি কথায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হায়! আমরাও যদি জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করা শিখে নিতাম। গীবত, চুগলি ও অপবাদপূর্ণ কথাবার্তা পরিহার করে নিতাম, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক ও রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা অনুযায়ী যদি জিহ্বাকে ব্যবহার করা যায়, তবে জান্নাতে আমাদের জন্য ঘর তৈরী হয়ে যাবে। এই জিহ্বা দ্বারা যদি আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, **আল্লাহ পাকে**র যিকির করি, দরূদ ও সালাম পাঠ করি, অধিকহারে নেকীর দাওয়াত দিই, তবে اِنْ شَآءَ الله আমরা লাভবান হবো। **'মুকাশাফাতুল কুলুব'** এ রয়েছে: হযরত মুসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করলেন: হে **দয়ালু আল্লাহ!** যে ব্যক্তি তার ভাইকে আহ্বান করবে এবং তাকে নেকীর আদেশ দিবে ও

www.dawateislami.net

অসৎ কাজ থেকে বাধা দিবে, তবে সেই ব্যক্তির প্রতিদান কি হবে? ইরশাদ করলেন: "আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে থাকি এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

আশিকানে রাসুলের মিষ্ট ভাষার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর কথা বলা, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সে সব কাজের জন্য কাউকে ইনফিরাদী কৌশিশ করার সাওয়াব অর্জনের জন্য এটা জরুরী নয় যে, যাকে বুঝানো হলো সে তা মেনে নিলো, তবেই সাওয়াব পাবে বরং যদি সে তা নাও মানে তবুও اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবই সাওয়াব আর যদি আপনার একক প্রচেষ্টায় কেউ গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন শুরু করে দেয়, তবে তো اِنْ شَآءَ الله আপনার তরী পার হয়ে যাবে।

আসুন! এ প্রসঙ্গে একক প্রচেষ্টার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন, কুসুর শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই মেট্রিকের শিক্ষার্থী ছিলো, মন্দ সহচর্যের কারণে জীবন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো, মেজাজ খুবই রুক্ষ ছিলো, বেয়াদবীর কুঅভ্যাস এমন সীমায় পৌঁছেছিলো যে, শুধু পিতামাতা নয় বরং দাদা দাদীর সামনেও কাঁচির মতো মুখ

www.dawateislami.net

চালাতো। একদিন আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি "মাদানী কাফেলা" তার মহল্লার মসজিদে আসলো, **আল্লাহ**র মর্জি এরূপ ছিলো যে, সে আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে গেলো। এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিলো, তার মিষ্ট ভাষা তার মাঝে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, তার সাথেই দরসে বসে গেলো। সে দরসের পর অতুলণীয় মিষ্ট ভাষায় তাকে বললো: কয়েকদিন পর সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে, আপনিও অংশগ্রহণ করুন। তাঁর দরস তার মাঝে ভাল প্রভাব ফেলেছিলো, অতএব সে তাকে না করতে পারলো না। এমনকি সে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান) উপস্থিত হয়ে গেলো। সেখানকার জাঁকজমক ও বরকত দেখে সে হতবাক হয়ে গেলো, ইজতিমায় হওয়া শেষ বয়ান "গান বাজনার ভয়াবহতা" শুনে সে কেঁপে উঠলো এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে

www.dawateislami.net

সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। তার দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততায় তার পরিবারের সদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের বরকতে তার মতো যুবকের সংশোধনে প্রভাবিত হয়ে তার বড় ভাইও দাঁড়ি মুবারক রাখার পাশাপাশি পাগড়ী শরীফের মুকুটও সজ্জিত করে নিলো। তার একটাই বোন ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেও মাদানী বোরকা পরা শুরু করলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه পরিবারের সকল সদস্য সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় বাইয়াত গ্রহণ করে হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুরীদ হয়ে গেলো। সেই একক প্রচেষ্টাকারী ইসলামী ভাইয়ের মিষ্ট ভাষার বরকতে তার উপর **আল্লাহ পাক** এমন দয়া করলেন যে, সে কুরআন শরীফ হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করে নিলো এবং দরসে নিজামীতে (আলিম কোর্সে) ভর্তি হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের এলাকায়ী কাফেলা যিম্মাদারও হয়েছে।

দিল পে গর যঙ্গ হো, সারা ঘর তঙ্গ হো দাগ সারে ধুলে কাফেলে মে চলো
এ্যয়সা ফয়যান হো, হিফযে কুরআন হো খুব খুশিয়া মে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরের ভয়ঙ্কর চিত্র

হে আশিকানে রাসূল! ভেবে দেখুন! হতে পারে আজই মৃত্যু এসে যাবে, দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত হাত ছাড়া

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে, সকল আশা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে এবং দেখতে দেখতেই জানাযা কবরস্থানে প্রবেশ করবে, হায়! হায়! হায়! কল্পনা করুন, তখন কী অবস্থা হবে যখন কবরে একাকী রেখে উপরে রাশি রাশি মাটি চাপা দিয়ে প্রিয়জনরা চলে যাবে, হায়! ঘোর অন্ধকার, হায়! আতঙ্কময় স্থান, এমতাবস্থায় যদি গীবত, চুগলি, পরনিন্দা, অপবাদ এবং কুধারণা ইত্যাদি গুনাহের কারণে অন্ধকার কবরে ভয়ানক মারপিট শুরু হয়ে যায়, ভয়ঙ্কর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু কাফন ছিড়ে কোমল শরীরের সাথে জড়িয়ে যায়, তবে কী অবস্থা হবে! জ্ঞানও ঠিক থাকবে, বেহুঁশও হবে না, চিৎকার চেচামেচিও কোন কাজে আসবে না, কাউকে কাছে ডাকতে পারবে না, নিজে কারো নিকট যেতে পারবে না! হায় আমার **আল্লাহ!**

ঘুপ আন্ধেরা হি ওয়াহ্শত কা বসেরা হোগা
কবর মে কেয়সে একেলা মে রহোঙ্গা ইয়া রব!
গর কাফন ফাড় কে সাঁপো নে জমাইয়া কবযা
হায় বরবাদি! কাহাঁ জাকে ছুপুঙ্গা ইয়া রব!
ডঙ্ক মাচ্ছর কা সাহা জাতা নেহি, কেয়সে মে ফির
কবর মে বিচ্ছু কে ডঙ্ক আহ সহোগা ইয়া রব!
গর তো নারায হুয়া মেরি হালাকাত হোগি
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোঙ্গা ইয়া রব!

www.dawateislami.net

আ'ফউ কর আউর সদা কে লিয়ে রাযি হো জা
গর করম করদে তো জান্নাত মে রহোঙ্গা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভাবী যাদু করিয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! ঘরে অসুস্থতা, পেরেশানী বা বেকারত্ব হলো তো বর্তমানে সচরাচর কুমন্ত্রণা আসে যে, সম্ভবত কেউ যাদু করেছে, তাই "ভন্ড বাবা" (তা'বীয, সুতা প্রদানকারী) এর সাথে যোগাযোগ করা হয়, মনে করুন "ভন্ড বাবা" যদি বলে দেয় যে, তোমার কোন নিকটাত্মীয় যাদু করেছে, তখন সাধারণত বউ বা ভাবীর উপর দূর্ভাগ্য নেমে আসে। অনেক সময় "ভন্ড বাবা" যাদুকারী বা যাদুকরীনির নামের প্রথম অক্ষর বরং পুরো নামই বলে দেয়! কখনো কখনো তো সুঁচ বিশিষ্ট আটার পুতুল এবং তাবিয ইত্যাদিও ঘর থেকে বের হয়ে আসে, আর এতে লোকেরা এরূপ "ভন্ড বাবা"র উপর অন্ধ বিশ্বাস করে নেয় এবং পরিবারে গীবত ও অপবাদের নিকৃষ্টতা শুরু হয়ে যায়, ফলে হাসিখুশি পরিবার কলহ বিবাদের ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়। মনে রাখবেন! শরয়ী প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র গণক ও ভন্ড বাবাদের কথায় যদি আপনি কাউকে বলেন: যেমন; "আমার ভাবী যাদু করে"

www.dawateislami.net

তবে তা হলো অপবাদ, কবিরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ আর যদি কেউ গোপনে আসলেই যাদু করেও থাকে এবং আপনি নিশ্চিতভাবে জেনেও গেছেন তবুও সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির যাদুর ব্যাপারে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো নিকট আলোচনা করা গীবত। মনে রাখবেন! গণক বা ভন্ড বাবাদের কথা শরীয়াতের দলীল নয়।

যদি ঘরে সুঁইবিশিষ্ট পুতুল পাওয়া যায় তবে!

কুমন্ত্রণা: "ভন্ড বাবা" নাম এবং সুঁইবিশিষ্ট পুতুলের অবস্থান চিহ্নিত করে দিলো, তবুও কেনো তা শরয়ী দলীল হবে না? "বাবাজি" কি মিথ্যুক?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: দেখুন! কোন বিষয়কে শরয়ী দলীল না মানা আলাদা ব্যাপার আর যার দলীল মানা হয়নি তাকে মিথ্যুক মনে করা আলাদা ব্যাপার। যেমন; কোন বিষয়ে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় আর সাক্ষী শুধু একজন হলে, সে যদিও কোন সৎ, নেককার বরং অলীও হয়, বিচারক তার সাক্ষ্য বাতিল করে দেন, তখন এর অর্থ কখনো এমন নয় যে, বিচারক তাকে মিথ্যুক মনে করেছেন বরং এক্ষেত্রে শরীয়াত সাক্ষ্য প্রদানের যেই সাজেশন নির্ধারণ করেছে বিচারক সেই সাজেশনের উপরই আমল

www.dawateislami.net

করেছেন। তদ্রুপ আমি ভন্ড বাবাকে মিথ্যুক বলছিনা বরং শরীয়াতের বিধানের উপর আমল করে বাবাজির বলে দেয়াকে দলীল বানিয়ে কোন ব্যক্তির উপর যাদুর অপবাদ প্রমাণ করছি না, যাহোক শরীয়াতের বিধান হলো যে, কোন বাবাজির পুতুল ইত্যাদি সম্পর্কে বলে দেয়া আর সেই পুতুল পেয়ে যাওয়া, এই বিষয়ের শরয়ী দলীল নয় যে, আসলেই অমুক আত্মীয়ই এই যাদু করেছে।

যেই বাবা টাকা দাবী করেনা সে কিভাবে ভন্ড হতে পারে?

কুমন্ত্রণাঃ যেই বাবাজি তাবিয ইত্যাদির জন্য টাকা দাবী করেন না, তিনি কিভাবে ভন্ড হতে পারেন?

কুমন্ত্রণার প্রতিকারঃ এই লাইনটি এমনই, যে টাকা পয়সা দাবী করেনা অনেক সময় তার আয় দাবীকারীদের চাইতে বেশী হয়, কেননা বারবার টাকা পয়সা দাবীকারীর নিকট থেকে লোক দূরে থাকে। হযরত মওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: বাচুর যখন স্তন বেশি চুষতে থাকে, তখন মা তাকে শিং মারতে থাকে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২০ পৃষ্ঠা) যাহোক "বাবা" যদিও টাকা দাবী না করে, তবুও লোকেরা যেহেতু প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাই সচরাচর এরূপ লোকদের প্রতি

www.dawateislami.net

অধিক ভক্তি হয়ে যায়, অতঃপর দাওয়াত ও উপহারের পাশাপাশি খ্যাতি ও সম্মানও অর্জিত হয়। খ্যাতি ও সম্মানের ভালবাসার রোগ যার লেগে যায়, সে খ্যাতি অর্জনের জন্য কোটি কোটি টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ করতেও দ্বিধাবোধ করে না! সাধারণ নির্বাচন (Election) সময় গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে এ দৃশ্য সাধারনভাবে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে শরীয়াতের কোন বিষয় মোটেই অপরিপক্ক নয়। মনে রাখবেন! ইস্তিখারা, মুয়াক্কিল এবং জ্বীনের মাধ্যমে নয় বরং কুরআন ও সুন্নাতের বিধানের আলোকেই ইসলামী আদালতের কার্যাবলী নির্ধারন করা হয়ে থাকে।

যদি বালিশের নিচে তাবিয পাওয়া যায়, তবে?

কুমন্ত্রণাঃ যদি ভাবী কিংবা গৃহবধুর আঁচলে বা তাদের বালিশের নিচে তাবীয পাওয়া যায়, তবে কি তাও শরয়ী প্রমাণ নয়?

কুমন্ত্রণার প্রতিকারঃ এটাও শরীয়াতের প্রমাণ নয়। যে তাবীয পাওয়া গেছে তা "যাদু" সাব্যস্ত করার জন্যও তো কোন যুক্তিসঙ্গত দলীল থাকা উচিৎ! নিজের চিকিৎসা বা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্যও তো সে তাবীয ব্যবহার

www.dawateislami.net

করতে পারে। ধরুন তা যাদুর তাবীযই সাব্যস্ত হয়, তবুও এর কি প্রমাণ রয়েছে তা আপনার ক্ষতির জন্যই করা হয়েছে। এটা শয়তানের কাজও হতে পারে যে, কোন দুষ্ট জ্বীন ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বালিশের নিচে বা আঁচলে তাবীয লুকিয়ে রাখলো!

মুখে দুর্গন্ধ থাকা সত্ত্বেও মদখোর বলা যাবে না

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার সারমর্ম হলো: কোন লোকের মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ আসছে, এই কারণে তার উপর শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা জায়িয নয়, কেননা হতে পারে সে মদ দ্বারা কুলি করেছে, নিজে স্বেচ্ছায় মদপান করেনি বরং অন্য কেউ তাকে জোর করে মদ পানে বাধ্য করেছে। সুতরাং এ মুসলমানের উপর (শুধুমাত্র মুখের দুর্গন্ধের কারণে) কুধারণা পোষণ করা যাবে না (অর্থাৎ তাকে মদ্যপায়ী বলা যাবেনা)।

(ইহইয়াউল উলূম, ৩/১৮৬)

শরয়ী প্রমাণ কাকে বলে?

শরয়ী প্রমাণের এখানে নিয়ম হলো যে, হয়তো যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে স্বীকার করলো যে, আমি যাদু করিয়েছি, যদি সে অস্বীকার

www.dawateislami.net

করে তবে দুজন মুসলমান পুরুষ বা একজন মুসলমান পুরুষ ও দু'জন মুসলমান নারী সাক্ষ্য দিলো যে, আমরা তাকে যাদু করতে সচক্ষে দেখেছি। যদি উল্লেখিত শরয়ী সাক্ষী আনতে না পারে, তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে যদি শপথ করে নেয় যে, আমি যাদু করিনি, তখন তাকে সত্যবাদী মনে করা আবশ্যক।

তুমি চুরি করেছো

দেখুন! শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে বউয়ের উপর যাদুর অভিযোগ করা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তার অস্বীকার করাতে একথা মুখে আনবেন না যে, সে ফেঁসে গেছে তো এখন অস্বীকার করবেই এবং মানুষ সম্মান রক্ষার জন্য তো মিথ্যা শপথও করে নেয়, তাই সেও মিথ্যা শপথ করছে। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে মুসলমানের সম্মানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আপনাদের শিক্ষার জন্য একটি ঈমান সতেজকারী হাদীস শরীফ আরয করছি: যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **আল্লাহ**র দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত ঈসা বিন মরিয়ম عَلَیۡہِ السَّلَام এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন: "তুমি চুরি

www.dawateislami.net

করেছো।” সে বললো: “ঐ সত্তার শপথ! **যিনি** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, আমি কখনোই চুরি করিনি।” তখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি **আল্লাহ**র প্রতি ঈমান আনলাম এবং নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম।

(মুসলিম, ১২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৬৮)

হয়ত আমার চোখ ভুল দেখেছে

اَللّٰهُ اَكْبَر আপনার শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام শপথ করে নেয়া ব্যক্তির সাথে কিরূপ মহান আচরন করলেন। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সে শপথকারীকে চুরির অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যাপারে হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর আবেগের চিত্রাংকন করে লিখেন: অর্থাৎ এই শপথের কারণে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছি, কেননা মুমিন বান্দা **আল্লাহ পাকে**র নামে মিথ্যা শপথ করতে পারেন না, কেননা তার অন্তরে **আল্লাহ**র নামের সম্মান থাকে। নিজের সম্পর্কে ভূল ধারনার খেয়াল করে নিচ্ছি যে, হয়ত আমার চোখ ভুল দেখেছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৩৩)** **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি

আশা করি মাসআলা বুঝে এসে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ অন্যথায় কুধারণা, গীবত এবং অপবাদ ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ এরূপ কোন ভুল করে থাকে যে, শরয়ী কোন প্রমাণ ব্যতীত যাদুর অভিযোগ করে বসে, তবে সে যেনো **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবা করে এবং তাওবার চাহিদাও পূরণ করে, তাছাড়া যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, যেমন; ভাবী বা বউ ইত্যাদি তবে তাদের কাছে থেকে ক্ষমাও করিয়ে নিতে হবে। গতানুগতিকভাবে শুধুমাত্র sorry বলে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং যেরূপ নির্ভিকতা ও হৈ হুল্লোড়ের সাথে তার দূর্নাম এবং মনে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, সেভাবেই খুবই অনুনয় বিনয় করে, কাকুতি মিনতি করে এবং হাত জোর করে তার কাছ থেকে এমনভাবে ক্ষমা চাইবে যে, যেনো তার মন প্রশান্ত হয়ে এবং সে ক্ষমা করে দেয়, তাছাড়া যাদেরকে এই কথা বলা হয়েছে, তাদের সামনেও বলতে হবে যে, আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতিতে নফস ক্ষমা চাওয়া ক্ষেত্রে অস্বীকারই করবে। এখন বান্দাই নির্ধারন

www.dawateislami.net

করবে যে, ক্ষমা চেয়ে পার্থিবভাবে নিজের নফসের সামান্য অপমান সহ্য করে নিবে বা পরকালের যন্ত্রণাদায়ক লাঞ্ছনা ও ভয়ানক শাস্তি। দেখুন! শয়তান বিভিন্ন ধরনের বাহানা করবে, কুমন্ত্রণা দিবে যে, যেমন; এভাবে করলে সে তো মাথায় চড়ে বসবে, তার সাহস বেড়ে যাবে, আমাদেরকে আয়ত্বে করে নিবে, আমাদের বদনাম হয়ে যাবে ইত্যাদি। আপনি এই শয়তানী প্ররোচনার ফাঁদে পা দিবেন না, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য শরীয়াতের বিধানের উপরই আমল করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। এমনকি **আল্লাহ** না করুন সে যদি আসলে অপরাধী হয়েও থাকে তবুও আপনার উদারতা ও বিনয়ের বরকতে اِنْ شَآءَ الله আপনার হিতাকাঙ্খী হয়ে যাবে।

ড্রাইভারের প্রাণ বেঁচে গেলো

বাবুল মদীনার নয়াবাদ এলাকার এক ইসলামী বোনের শপথমূলক বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমার এক ভাই আরব শরীফের রিয়াদে ড্রাইভার হিসেবে চাকরী করছে। একদিন ড্রাইভিং করার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হলো এবং সে বেহুঁশ হয়ে গেলো। মানসিক আঘাত এতো বেশি ছিলো যে, বাঁচার কোন আশা ছিলো না। আমরা তো অপারগ ছিলাম, তাকে

www.dawateislami.net

দেখতেও যেতে পারছিলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতাম। আমি আমার ভাইয়ের সম্পর্কে আমার এলাকার একজন ইসলামী বোনকে জানালাম। তিনি আমাকে শান্তনা দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, এভাবে নিয়মিত ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে তোমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করো। অতএব আমি এমনই করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমায় করা দোয়ার বরকতে তিন মাসের মধ্যেই আমার ভাইজান কথা বলতে শুরু করলো। ডাক্তারেরাও হতবাক হয়ে গেলো, কারণ মানসিক আঘাত খুবই মারাত্মক ছিলো এবং বাঁচার সম্ভাবনাও খুবই কম ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমার বরকতের প্রতি আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেলো।

এ্যয় ইসলামী বেহনো কভি ছোড় না মত
মাসায়িব কো দেয়গা ভাগা মাদানী মাহোল
তু পরদে কে সাথ ইজতিমা'ত মে আ'
তেরি দেয়গা বিগড়ি বানা মাদানী মাহোল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net